রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ৩১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৪, ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৭৩—৩৯৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৫৭—৯৭১
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৯—১৭০
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৮৩—৭০১
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪১—৪২
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		নাই
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশাবলি

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৮/১৩ এপ্রিল ২০২২

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৭.২০-১৫৮—যেহেতু, জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর: ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন, এস, রোড, কুষ্টিয়া ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত মর্মে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগকারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম, তথ্যাদি ধারণ করে জাল জালিয়াতি করে দ্বিতীয়বার ভোটার হয়েছেন মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে মাননীয় কমিশনের নির্দেশনানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির এনআইডি জালিয়াতি এবং দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার বিষয়ে অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের নিমিত্ত প্রশাসনিক তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর মতামত ও সুপারিশ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এরূপ জালিয়াতির সাথে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথা মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিসসমূহের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত আছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ এবং অভিযুক্ত ভোটারদের পূর্বে ভোটার হওয়া সত্ত্বেও অন্যের তথ্য ধারণ করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈত ভোটার হিসাবে AFIS ম্যাচিং এ ধরা না পড়ার কারণসমূহ অনুসন্ধানসহ ভবিষ্যতে কেউ উক্তরূপ জালিয়াতি যেন না করতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ০৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ ছামিউল আলম, নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন: উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর-৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন, এস, রোড, কুষ্টিয়া তাঁর পরিবারের সদস্যগণের নাম ও তথ্যাদি ধারণ করে জালিয়াতির মাধ্যমে ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী "আব্দুল ওয়াদুদ (NID-১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩), রিজিয়া খাতুন (NID-১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪) এবং বাসেরা খাতুন (NID-১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪) এই তিনজন ব্যক্তি উপজেলা নির্বাচন অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয়বার ভোটার হন। ভোটার হওয়ার সময় তারা যে সকল দলিলাদি দাখিল করিয়াছিলেন সেগুলোর সবগুলোই ছিল জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়া এই তিনজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ৫টি এনআইডির সার্ভার কপিতে বেআইনীভাবে স্বাক্ষর প্রদান করায় তিনি এনআইডি জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৪/২০২১-এ তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও The Penal Code, 1860 অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া-কে গত ২৬-০১-২০২১ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করায় উক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ০৪-০৩-২০২১ তারিখে কুমারখালী থানা, কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-০৪ ।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোয় তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৮-০২-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী ৩টি ভোটার Double হওয়া সম্পর্কে যে সকল কাগজপত্র যাচাই করা হয়েছে তা সঠিক ছিল অর্থাৎ চেয়ারম্যান মেম্বার প্রত্যয়ন দেন। সকল কাগজপত্র, নাগরিক সনদ, জন্ম নিবন্ধন, বিদ্যুৎ বিল সবই সত্যয়ন করা ছিল। ফিঙ্গার প্রিন্ট সনাক্ত করার জন্য জেলা/উপজেলায় ব্যবস্থা ছিল না। এটি Head Office এ করা হতো। কেন্দ্রে Machine তখন হয় নাই। Upload দিয়ে থাকে উপজেলা থেকে IDEA প্রকল্পের data entry operator। ভোটার ডাবল হওয়ার খবর পেয়ে তিনি নিজেও মামলা করেন। ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান মেম্বারদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য DC দের নির্দেশনা ছিল। জেলা নির্বাচন অফিসারের নির্দেশে Net Copy দেয়া হয়েছে। তারা ২০১৯ সালে মূল কার্ডও পেয়ে গেছে। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন;

যেহেতু, মোঃ আমিরুল ইসলাম যিনি আব্দুল ওয়াদুদ নাম ধারণ করে ভোটার হওয়ার জন্য ২নং ফরম পূরণ করেন, সে ফরমের ৪১ নং ক্রমিকে যাচাইকারী হিসেবে মোঃ সেলিম উদ্দিন, সদস্য, চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (যার ভূয়া NID নম্বর-৫০১৭১১৭৬৫৮১৩৭)। ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্রটিও ভূয়া, চেয়ারম্যান মোঃ রাশিদুজ্জামান ও সচিব মোঃ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত জন্ম সনদও ভূয়া, বিদ্যুৎ বিলের কপিও ভূয়া। উপরোক্ত ২নং ফরমের ৪৬নং ক্রমিকে রেজিস্ট্রেশন অফিসার (উপজেলা নির্বাচন অফিসার) ২২-০৫-২০১৮ তারিখে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু জন্ম সনদ এবং বিদ্যুৎ বিল সাব-রেজিস্ট্রার ২৩-০৫-২০১৮ তারিখে সত্যায়িত করেন। তদন্তে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ফরম যাচই করে স্বাক্ষর করেছেন তা প্রমাণিত হয়নি;

যেহেতু, প্রকৃত রিজিয়া রহমান (NID - ১৯৪৬২৬৯১৬৪৯১২০৮৭২) ও বাসেরা আহমদ। (NID - ১৯৫৩২৬৫০৮৯৮২৪৯৮০৮) এই দুইজনের নামসহ যাবতীয় তথ্য ধারণ করে অরুনা খাতুন (NID -১৯৬৭৫০১৭৯৫৬৪৫০৫৯৬), বেদেনা খাতুন (NID -১৯৬৫৫০১৬৩২৫৭৩১০৩৩) যথাক্রমে রিজিয়া খাতুন (NID-১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪) এবং বাসেরা খাতুন (NID-১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪) নামে ২০১৮ সালে উপজেলা নির্বাচন অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়ায় ভোটার হয়েছেন। ভোটার হওয়ার জন্য ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত জন্ম সনদ দু'টি অনলাইনে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ জন্ম সনদ জাল, যা চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া-এর চেয়ারম্যান মোঃ রাশিদুজ্জামান ও ইউপি সচিব মোঃ নাজমুল হাসান কর্তৃক স্বাক্ষরিত। এছাড়া দাখিলকৃত বিদ্যুৎ বিল দু'টিও জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই তিনজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ৫টি এনআইডির সার্ভার কপিতে বেআইনীভাবে স্বাক্ষর প্রদান করায় তিনি এনআইডি জালিয়াতির সাথে জড়িত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ায় এনআইডি প্রস্তুতে AFIS ম্যাচিং-এ ধরা না পড়ার কারণ, AFIS ম্যাচফাউন্ড হওয়ার পরবর্তী কার্যক্রম, Manually lock, Delete, Database Management এবং Data Upload (সিডি/সরাসরি সার্ভার), Data Approval সংক্রান্ত কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি শাখাসহ তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তদন্তের নিমিত্ত ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ডাটাবেজ এর লগ এর তথ্য অনুযায়ী ০৬টি ভোটারের তথ্য (১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩, ১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩, ১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪ ও ১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) উপজেলা নির্বাচন অফিসের user দিয়ে upload করা হয়েছে। উক্ত ৬টি ভোটারের তথ্যের মধ্যে জনাব মোঃ ছামিউল আলম, নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) এর user Id ব্যবহার করে ৩টি ভোটার [(আব্দুল ওয়াদুদ, পিতা-মৃত আব্দুল হাকিম, মাতা-মোকসুদা খাতুন, (এনআইডি নং-১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩), (রিজিয়া খাতুন, স্বামী-মৃত রফিকুর রহমান, মাতা-মোকসুদা খাতুন (এনআইডি নং-১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪), (বাসেরা খাতুন, পিতা-মৃত আব্দুল হাকিম, স্বামী-মনসুর আহমেদ, মাতা-মোকসুদা খাতুন (এনআইডি নং-১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪)] করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এনআইডি ৬টি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনাব আতিকুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার Lock করেন এবং জনাব আরাফাত সোহেল (user: arafatsohel) Delete করেন। এছাড়া, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতা সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্টদের কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন।

যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোঃ ছামিউল আলম, নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত জন্ম সনদ বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই-বাছাই না করে উপরোক্ত ৩ জন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করায় রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও, ৫টি এনআইডির সার্ভার কপিতে বেআইনীভাবে স্বাক্ষর প্রদান করায় তিনি এনআইডি

জালিয়াতির সাথে জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে তৎসময়ে নেট সংযোগ না থাকায় ভোটার অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না। তাছাড়, দ্বৈত ভোটার সনাক্তের নিমিত্ত AFIS machine মাঠ পর্যায়ে ছিল না। এছাড়াও, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন। ভোটার হওয়ার সময় তারা যেসকল দলিলাদি দাখিল করেছিলেন সেগুলোর সবগুলোই জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই তিনজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ৫টি এনআইডির সার্ভার কপিতে বেআইনীভাবে স্বাক্ষর প্রদান করায় তিনি এনআইডি জালিয়াতির সাথে জড়িত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ জনাব মোঃ ছামিউল আলম, নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) মোঃ আমিরুল ইসলাম যিনি আবদুল ওয়াদুদ নামে ভোটার হওয়ার জন্য ২নং ফরমের সাথে চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র, জন্ম সনদ, বিদ্যুৎ বিলের কপি দাখিল করেছেন তা জাল। উক্ত কাগজপত্রসমূহ সাব-রেজিস্ট্রার ২৩-০৫-২০১৮ তারিখে সত্যায়ন করলেও তিনি রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসাবে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে ২নং ফরমের ৪৬ নং ক্রমিকে স্বাক্ষর করেন। রিজিয়া খাতুন ও বাসেরা খাতুন এর ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই না করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য user ID এর মাধ্যমে upload করেন;

এছাড়া, ৫টি ভোটারের সার্ভার কপিতে বেআইনীভাবে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর শামিল।

যেহেতু, তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানি, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি "অসদাচরণ" এর দোষে দোষী;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক সংঘটিত উক্তরূপ কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

সেহেতু, জনাব মোঃ ছামিউল আলম, নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুমারখালী, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ঘ) অনুযায়ী–

(ক) তাঁর বেতন আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ৩৫,৫০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকায় অবনমিতকরণ করা হল।

(খ) বিএস আর পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) অনুযায়ী তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৬.২০-১৫৭—যেহেতু, জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর: ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন, এস, রোড কুষ্টিয়া ০৬(ছয়) জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত মর্মে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগকারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম, তথ্যাদি ধারণ করে জাল জালিয়াতি করে দ্বিতীয়বার ভোটার হয়েছেন মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে মাননীয় কমিশনের নির্দেশনানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির এনআইডি জালিয়াতি এবং দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার বিষয়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত প্রশাসনিক তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর মতামত ও সুপারিশ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এরূপ জালিয়াতির সাথে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথা মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিসসমূহের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত আছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ এবং অভিযুক্ত ভোটারদের পূর্বে ভোটার হওয়া সত্ত্বেও অন্যের তথ্য ধারণ করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈত ভোটার হিসাবে AFIS ম্যাচিং এ ধরা না পড়ার কারণসমূহ অনুসন্ধানসহ ভবিষ্যতে কেউ উক্তরূপ জালিয়াতি যেন না করতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ০৪(চার) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর-৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন, এস, রোড, কুষ্টিয়া এর ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণের নাম ও তথ্যাদি ধারণ করে জালিয়াতির মাধ্যমে ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী "রিভাইজিং অথরিটি জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়ার ২২-০১-২০১৮ তারিখের আদেশ মতে মকছুদা খাতুন এবং আবদুল ওয়াদুদ এ দুইজন ব্যক্তির ফরম নং-২ যথাযথ পূরণ না থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২১-এ তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন, ২০১০, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও The Penal Code, 1860 অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া-কে গত ২৬-০১-২০২১ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করায় উক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ০৪-০৩-২০২১ তারিখে কুষ্টিয়া মডেল থানা, কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-০৮।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোয় তিনি জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৮-০২-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী তিনি রিভাইজিং অথরিটির আদেশ মোতাবেক আপলোড করেন। তিনি কোনো অপরাধ করেননি। তিনি মুক্তি চেয়েছেন;

যেহেতু, প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী জনৈক মকছুদা খাতুন এর ২নং ফরমে শনাক্তকারীর NID নম্বর এবং স্বাক্ষর ছিল না। এছাড়াও, উক্ত ফরমে যাচাইকারী হিসেবে মোঃ সফর উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পটিকাবাড়ী এর স্বাক্ষর সিল ও এনআইডি নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত ফরমে ব্যবহৃত এনআইডি নম্বরটি চেয়ারম্যানের ছিল না এবং কোনো তারিখও উল্লেখ ছিল না। তিনি রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসাবে প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের (NID - ১৯২৫৫০২৭৯০২১০৫২৭৫) তথ্য ধারণকারী ব্যক্তি মকছুদা খাতুনের ২নং ফরমটি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে রিভাইজিং অথরিটির কাছে উপস্থাপন করেন। তাছাড়া, তিনি রিভাইজিং অথরিটি জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, প্রাক্তন সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়ার ২২-০১-২০১৮ তারিখের আদেশ মতে মকছুদা খাতুন (NID-১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩) এবং আব্দুল ওয়াদুদ (NID-১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩) এই দুইজন ব্যক্তির ফরম-২ যথাযথ পূরণ না থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ায় এনআইডি প্রস্তুতে AFIS ম্যাচিং-এ ধরা না পড়ার কারণ, AFIS ম্যাচফাউন্ড হওয়ার পরবর্তী কার্যক্রম, Manually lock, Delete, Database Management এবং Data Upload (সিডি/সরাসরি সার্ভার), Data Approval সংক্রান্ত কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি শাখাসহ তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তদন্তের নিমিত্ত ০৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ডাটাবেজ এর লগ এর তথ্য অনুযায়ী (১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩, ১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩, ১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪ ও ১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) ০৬টি ভোটারের তথ্য উপজেলা নির্বাচন অফিসের user দিয়ে upload করা হয়েছে। ৬টি ভোটারের তথ্যের মধ্যে ২টি ভোটার [মকছুদা খাতুন (এনআইডি-১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩) এবং আব্দুল ওয়াদুদ, পিতা-মৃত আব্দুল হাকিম, মাতা-মোকসুদা খাতুন, (এনআইডি নং-১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩)] জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) এর user ID দিয়ে upload করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এনআইডি ৬টি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনাব আতিকুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার Lock করে এবং জনাব আরাফাত সোহেল (user: arafatsohel) Delete করেন। এছাড়া, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্টদের কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন;

যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মকছুদা খাতুন ও আব্দুল ওয়াদুদ এই দুইজন ব্যক্তির ফরম-২ যথাযথ না থাকা সত্ত্বেও যাচাই-বাছাই ছাড়াই তিনি রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসেবে রিভাইজিং অথরিটির নিকট উপস্থাপন করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। তাছাড়া, রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসাবে উক্ত দুইজন ব্যক্তির তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই তাঁর user ID (কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) এর মাধ্যমে upload করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে তৎসময়ে নেট সংযোগ না থাকায় ভোটার অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই- বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, দ্বৈত ভোটার সনাক্তের নিমিত্ত AFIS machine মাঠ পর্যায়ে ছিল না। এছাড়াও, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন। অর্থাৎ জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত মকছুদা খাতুন ও আব্দুল ওয়াদুদ এর প্রকৃত তথ্য রিভাইজিং অথরিটির নিকট উপস্থাপন না করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

যেহেতু, তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানি, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি "অসদাচরণ" এর দোষে দোষী;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক সংঘটিত উক্তরূপ কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

সেহেতু, জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ক) অনুযায়ী–

(ক) তাঁকে "তিরস্কার" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হলো।

(খ) বিএস আর পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) অনুযায়ী তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ বৈশাখ, ১৪২৮/২৪ এপ্রিল, ২০২২

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-১৭৩—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৯ (১)(ক) ও ১০(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)-কে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৪৪/৮০-১১৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮০ খ্রি., পিতা-মোহাম্মদ দুলাল উদ্দিন, মাতা-রাবেয়া বেগম, গ্রাম-ঘোড়াধাপ, ডাকঘর-ঘোড়াধাপ, উপজেলা-জামালপুর সদর, জেলা-জামালপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং ঘোড়াধাপ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-০১/৮৯(অংশ-১)-১১৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ জাহানুর আলম, জন্ম তারিখ: ০৫-০২-১৯৮১ খ্রি., পিতা-মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মাতা-মোছাঃ জাহানারা বেগম, গ্রাম-মটুকপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-বোড়াগাড়ী, উপজেলা-ডোমার, জেলা-নীলফামারী।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার ০৬ নং পাঙ্গা মটুকপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২-এন-২১৭/৭৭-১২০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আমান, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯২ খ্রি., পিতা-মোঃ নাজিব, মাতা-মোমেনা, গ্রাম-তেলিখালী, ওয়ার্ড নং-০১, ডাকঘর-তেলিখালী, উপজেলা-ভান্ডারিয়া, জেলা-পিরোজপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার ০৩ নং তেলিখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৩.১৯-৩৪—যেহেতু, আপনি জনাব উম্মে কুলসুম, সহকারী পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় (বর্তমান কর্মস্থল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নেত্রকোনা), ০৬-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, আপনি কর্মকালীন পাসপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত জাল ও ভূয়া এনওসিসম্বলিত ০৫ (পাঁচ)টি পাসপোর্ট আবেদনপত্র জমা গ্রহণ করেছেন;

যেহেতু, আপনি কর্মকালীন পাসপোর্ট আবেদনপত্রসমূহের সাথে দাখিলকৃত ভূয়া ও জাল এনওসিগুলোকে সঠিক হিসেবে বিবেচনা করে উক্ত আবেদনপত্রসমূহে প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক নথি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন;

যেহেতু, আপনি উক্ত অফিসে কর্মকালীন সময়ে পাসপোর্ট আবেদনপত্রসমূহের সাথে দাখিলকৃত ভূয়া ও জাল এনওসিগুলোকে যাচাই না করেই সঠিক হিসেবে বিবেচনা করে ০৭(সাত)টি পাসপোর্ট অনুমোদন প্রদান করেছেন;

যেহেতু, আপনি অবৈধভাবে লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে একাধিক পাসপোর্ট আবেদনকারীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দেখিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নাম ও পদবি ব্যবহার করে তাদের স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন পাসপোর্টকে অফিসিয়াল পাসপোর্টে রূপান্তরিত করেছেন, সরকারের ১,৬৮,৩০০/- টাকা ক্ষতিসাধন করেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' গণ্য বিধায় বিভাগীয় মামলা ০৫/২০২০/পাসপোর্ট রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৮-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭. ০০৩.১৯.০৫/১ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে ০৪-২-২০২০ খ্রি. তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১২-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব শরীফা আহমেদ, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৪-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় জনাব উম্মে কুলসুম, সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত ভূয়া ও জাল এনওসির মাধ্যমে ০৭ (সাত)টি অফিসিয়াল পাসপোর্ট ইস্যু করার অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনায় জনাব উম্মে কুলসুম, সহকারী পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (বর্তমানে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নেত্রকোণায়, সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত;

সেহেতু, আপনি জনাব উম্মে কুলসুম, সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব উম্মে কুলসুম এর বর্তমান বেতন স্কেল ৭ম গ্রেড (২২,০০০—৫৩,০৬০/-) এবং মূল বেতন ৩২,৫৪০/- টাকা অবনমিত ধাপে তাঁর মূল বেতন হবে ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

শোক বার্তা

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪২৯/২১ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: **বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কনান্ডার মরহুম মোঃ হাফিজুর রহমান, পিএসসি, (বিডি/৯০৪০), এডিডব্লিউসি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় শোক বার্তা প্রকাশ।**

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.৯৯.০৭২.১১.১১৭—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার মরহুম মোঃ হাফিজুর রহমান, পিএসসি, (বিডি/৯০৪০), এডিডব্লিউসি Covid Pneumonia With Post Covid Syndrome (Suspected Seronegative), Acute Ischaemic Infract In Cerebral Hemisphere Cholestatic Jaundice with Mods (Encephalophat, Ards, Leucopenia, Thrombocytpenia, Coagulopathy, Trnsaminitis, Alvf, Aki, Dyspelectrolytaemia, GI Failure) Carotide Artery Stendsis (Bil), Bed Sore, 2. HCM, DM, HTN রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার মরহুম মোঃ হাফিজুর রহমান, পিএসসি, (বিডি/৯০৪০), এডিডব্লিউসি চাকরি জীবনে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা ছিলেন।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার মরহুম মোঃ হাফিজুর রহমান, পিএসসি, (বিডি/৯০৪০), এডিডব্লিউসি-এর অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশপূর্বক তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাহিদা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪২৯/২১ এপ্রিল ২০২২

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৬২.২২-১৭৭—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০১১০৪ লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবু তাহের, এফসিপিএস, এমসিপিএস, ডিএ, এএমসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুল্‌স্ ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৬৩.২২.১৭৮—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেএসএস-০০৪৩৮ মেজর শামসুন নাহার ডালিয়া, এএফএনএস-কে আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিস এ্যাক্ট-১৯৫২ এর ধারা-৭ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৫৯.২২-১৭৯—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) জন অফিসারকে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুল্‌স্ ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো:

(১) বিএ-১০৯৩৮ লে. সৈয়দ আরিফ-উল-হক, এএসসি

(২) বিএ-১০৯৫৬ লে. লুবিয়া কামরুন রায়া, আর্টিলারি

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৮/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৪.২১(বি.মা.).১১২—১. যেহেতু, জনাব মোঃ সানাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬৯৩৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আত্রাই, নওগাঁ বর্তমানে Consultant, UNDP, Dhaka তিনি গত ০৮-০৭-২০১৯ হতে ০৭-০৮-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), আত্রাই, নওগাঁ এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে নামজারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ঐ অফিসের অফিস সহকারী জনাব নয়ন চন্দ্র পোদ্দার এর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে যথাযথ যাচাই না করেই ৩২/Xiii১৮-১৯ এবং ৩৩/Xiii১৮-১৯ নম্বর নামজারী মামলাসহ বিবিধ মামলায় ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যাতে জমিজমা সংক্রান্ত জটিল মামলা নিষ্পত্তিতে তাঁর সতর্কতার ঘাটতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে যা সরকারি কাজে অবহেলার সামিল হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৮-২০২০ তারিখ ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.২০(বি.মা.)-২৬১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে ২১-০৬-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১০-১০-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা বলেন জনাব মোঃ সানাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬৯৩৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আত্রাই, নওগাঁ বর্তমানে Consultant, UNDP, Dhaka সহকারী কমিশনার (ভূমি), আত্রাই, নওগাঁ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এর দায়িত্ব পালনকালে তিনি নামজারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধঃস্তন কর্মচারীদের দ্বারা উপস্থাপিত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার সামিল অপরপক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সানাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬৯৩৭), তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি দায়িত্ব চেইন ও ফাংশন তথা পারস্পরিক সহযোগীতায় সম্পন্ন করতে হয় এবং কোনো কর্মকর্তার পক্ষে এককভাবে রাজস্ব আদালতের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পালন করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে অফিস সহকারী কর্তৃক মিথ্যা বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের দায় তাঁর নয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণীত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেছেন;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, নথি এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব মোঃ সানাউল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬৯৩৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আত্রাই, নওগাঁ বর্তমানে Consultant, UNDP, Dhaka-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৮/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৪.৬৪—যেহেতু, বেগম আবেদা আফসারী (পরিচিতি নং-১৬৪৪৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের) কার্যালয়, ঢাকা বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি), ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(২)(বি) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৪. ৪৩২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গত ০৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে যতাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপিল আবেদন করলে তা মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নামঞ্জুর হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে এ. টি. মামলা নং-১৪০/২০১৫ দায়ের করেন, যা বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে খারিজ হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল ১৫৪/২০১৬ মোকদ্দমা দায়ের করেন যা দোতরফা শুনানীঅন্তে মঞ্জুর হয়। সরকার পক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল ৩৬৫৮/২০১৮ মোকদ্দমা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়ের না করায় ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ খারিজ হয়; এবং

০৩। সেহেতু, বেগম আবেদা আফসারী (পরিচিতি নং-১৬৪৪৪), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি), ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার৭(২)(বি) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(২)(এ) মোতাবেক ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৪.১৪.৪৩২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা এর আদেশ এবং মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শৃংখলা-২ শাখার ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮১.২৭.০০৪.১৪.৪৩২ নং 'তিরস্কার' সূচক প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক 'অব্যাহতি' প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃংখলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৮/০৯ মার্চ ২০২২

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৪.২০১৭-৩৪—যেহেতু, জনাব নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নং-৬৩৩৪), নরসিংদী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব) হিসেবে কর্মকালে বিদেশে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং অবৈধ লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও দুর্নীতিপরায়ন (Corrupt) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব নাজমুন নাহার মান্নু ২৯ জুন ২০১৭ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব নাজমুন নাহার মান্নু-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুসারে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব নাজমুন নাহার মান্নু (পরিচিতি নং-৬৩৩৪), প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নরসিংদী জেলা পরিষদ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুসারে তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃংখলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৮/১৬ মার্চ ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৮.২১(বি.মা.).১৫৮—১. যেহেতু, জনাব আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহিদুল হক (পরিচিতি নং-১৭২৭৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, পটুয়াখালী গত ২০-০৩-২০২০ তারিখ হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় মুজিববর্ষ

উপলক্ষে ২য় পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৫০০ (পাঁচশত) টি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয় যার ক্ষেত্রে তিনি উপকারভোগী নির্বাচন ও গৃহ নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কলাপাড়াকে সম্পৃক্ত করে ইউনিয়নভিত্তিক খাস জমির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উপাত্ত সমন্বয়পূর্বক অতিরিক্ত গৃহের চাহিদা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেননি এবং সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ঘরের চাহিদা প্রণয়ন করেছেন যার ফলশ্রুতিতে ২য় পর্যায়ে অতিরিক্ত চাহিদা মোতাবেক প্রদত্ত ৫০০টি গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি ২য় পর্যায়ে অতিরিক্ত ঘরের চাহিদা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই পূর্বক উপকারভোগী নির্বাচন করে নামের তালিকা প্রস্তুত করেননি যা বিদ্যমান নীতিমালার ব্যত্যয় ও সরকারি কাজে তাঁর অবহেলার শামিল হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭. ০০৪.২০(বি.মা.)- ২৬১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ব্যক্তিগত শুনানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে ০৬ মার্চ ২০২২ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে সরজমিন তদন্তকালে বর্ণিত বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহিদুল হক (পরিচিতি নং-১৭২৭৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, পটুয়াখালী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি;

৪। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনা এবং তদন্ত কর্মকর্তার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহিদুল হক (পরিচিতি নং-১৭২৭৩), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, পটুয়াখালী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪২৮/১০মার্চ ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০৫৪.২১-২৫০—বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব জনাব বদরুন নাহার (১৫৩৫০) দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখ ভোর ০৪:৪৭ মি. ভারতের চেন্নাইয়ের এ্যাপলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি..... .....রাজিউন)।

০২। জনাব বদরুন নাহার (১৫৩৫০) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ বিদ্যুৎ বিভাগের উপসচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব বদরুন নাহার (১৫৩৫০) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ন, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব বদরুন নাহার (১৫৩৫০) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ ফাল্গুন, ১৪২৮/০৭ মার্চ ২০২২

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-১০৬**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ৯(১)(ক) ধারার বিধান অনুযায়ী সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম-কে জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৮/০৬ মার্চ ২০২২

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৭.১৭-১০৩**—বীমা কর্পোরেশন আইন ২০১৯, এর ৯(১)(ঙ) উপ-ধারা অনুযায়ী জীবন বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক' ক্যাটাগরিতে অধ্যাপক ড. হাসিনা শেখ, ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২২ ফাল্গুন, ১৪২৮/০৭ মার্চ, ২০২২

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.২০-১০৯—গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ এর (৯)(১)(ক) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা-কে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে আরো ০২(দুই) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৮/০৬ মার্চ ২০২২

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.৩১.০০৬.১৯-৪১২**—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২৪তম ব্যাচের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল আলীম খান ওয়ারেশী (উপসচিব, পরিচিতি নং-১৫৫৭৯) পঞ্চগড় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ০৫ মার্চ ২০২২, শনিবার দিবাগতরাত ০৩.০০ টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিনাজপুর হার্ট ফাউন্ডেশনে নেওয়ার পথে আনুমানিক ভোর ০৬.০০ টায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। উক্ত কর্মকর্তা একজন সৎ, কর্মঠ, সদালাপী ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

০২। স্থানীয় সরকার বিভাগ উক্ত কর্মকর্তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৮/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০০২.২০১২-৭৫**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মোঃ আবু হাসান ভূঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস, ঢাকা-কে নিম্নোক্ত শর্তে উক্ত ইউনিভার্সিটি-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪২৭/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৩.২০.২০০**—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	চেয়ারম্যান	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সভাপতি
০২	উপসচিব	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব জুয়েল চাকমা আহ্বায়ক	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
০৫	জনাব শতরূপা চাকমা সদস্য	পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০৬	প্রফেসর বোধিসত্ত্ব দেওয়ান, প্রাক্তন অধ্যক্ষ	খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
০৭	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
০৮	জনাব মংপ্রু চৌধুরী মারমা লেখক ও গবেষক	মারমা লেখক ও গবেষক, খাগড়াছড়ি	সদস্য
০৯	বেগম মৌসুমী ত্রিপুরা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী	বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, খাগড়াছড়ি	সদস্য
১০	উপপরিচালক (ভাঃ)	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি	সদস্য-সচিব

২। ' ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপ-ধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময়ে যে কোনো মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০৪-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণি সম্পদ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৮ বঃ/২০ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়: **মাঠ পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী এ, আই কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন সেবামূল্য পুনঃনির্ধারণ।**

সূত্র: এনটিআর-৩, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০২-২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৫.২২. ০০৩.২১.৯ সংখ্যক স্মারক।

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০৮.১৭-১৫০—উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থায় কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী এ.আই কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন সেবামূল্য বিদ্যমান হারের স্থলে নিম্নরূপ হারে পুনঃনির্ধারণে নির্দেশক্রমে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো:

সংস্থা	স্বেচ্ছাসেবী এ.আই কর্মীদের কৃত্রিম প্রজনন সেবামূল্য					
	বিদ্যমান সেবামূল্য			পুনঃনির্ধারিত সেবামূল্য		
	সিমেনের মূল্য	কর্মীর পারিশ্রমিক	দূরত্ব অনুযায়ী যাতায়াত খরচ	সিমেনের মূল্য	কর্মীর পারিশ্রমিক	দূরত্ব অনুযায়ী যাতায়াত খরচ (কিলোমিটার)
সরকারি	৩০/-	৪০/- (প্রতি প্রজনন)	অনির্ধারিত	৩০/-	৪০/- (প্রতি প্রজনন)	২০/-(প্রতি কি.মি. সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.)
বে-সরকারি	১২০/- হতে ২০০/-	অনির্ধারিত	অনির্ধারিত	১৫০/-	৫০/- (প্রতি প্রজনন)	২০/-(প্রতি কি.মি. সর্বোচ্চ ১০ কি.মি.)

শাহীনা ফেরদৌসী
যুগ্মসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৮ বঃ/২২ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৪.০০১.২০-১৫৫**—ডাঃ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১০২০), সহকারী পরিচালক (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত), লিভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২০ এ গত ১৪-০৬-২০২১ তারিখে লঘুদণ্ড প্রদান করে মামলাটি নিষ্পতিকৃত হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ২৫-০৩-২০২০ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.১৯.০০১.১৫-১২২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে বর্ণিত কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করতঃ তাঁকে জেলা ট্রেনিং অফিসার, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পদে পদায়ন করে ১৪-০৬-২০২১ তারিখ হতে চাকরিতে পুনর্বহাল হিসেবে গণ্য করা হলো। বাংলাদেশ সাভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৭২ এর বিধান অনুসারে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৮/০৯ মার্চ ২০২২

নং **৩০.০০.০০০০.০২৬.২২.০০১.২১.৮২**—বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিএ-৩ অধিশাখা হতে গত ১৭-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ২৪ নং প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি নির্দেশক্রমে আংশিক সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপভাবে জারি করা হলো:

যেহেতু, "ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০" এর অনুচ্ছেদ ১৪তে উল্লেখ রয়েছে যে, "এ নীতিমালা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বেবিচক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা স্ব স্ব অনুমোদন/প্রত্যয়ন/অনাপত্তি প্রদানের পদ্ধতি নীতিমালা জারির ৬মাসের মধ্যে প্রস্তুত করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা করবে" এবং যেহেতু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেহেতু নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৪ এ বর্ণিত সময়সীমা ০১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়

নীতি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৮/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ১২.০০.০০০০.০৭৬.৫৫.০০১.২২-২২(১৫)—গত ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Increasing Access to Finance for Farmer's Organization in Bangladesh" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রণীত/নির্মিত সকল কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক IEC (Information, Education and Communication) ম্যাটেরিয়াল/ডকুমেন্টরি অনুমোদন ও সমন্বয়ের নিমিত্ত নিম্নরূপভাবে 'কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক IEC টেকনিক্যাল কমিটি' গঠন করা হলো:

২। কমিটির গঠন:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব (পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়

৩. যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার)

৫. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক/যুগ্মপরিচালক পদমর্যাদার)

৬. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার)

৭. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার)

৮. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

৯. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার)

১০. IEC ম্যাটেরিয়াল/ডকুমেন্টারি নির্মাণের উদ্যোগী সংস্থার প্রতিনিধি

১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর একজন প্রতিনিধি

১২. গণযোগাযোগ অধিদপ্তর-এর একজন প্রতিনিধি

১৩. বাংলাদেশ বেতার -এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য সচিব

১৪. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি-১ শাখা)

৩। কমিটির কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি:

(১) গণমাধ্যমসমূহে বর্তমান কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচার কাজের উন্নয়নের জন্য নীতি/কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

(২) গণমাধ্যমসমূহে/কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচারিতব্য বর্তমান কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচারপত্র, বাণী ও তথ্যসমূহের পর্যালোচনা ও যুগোপযোগীকরণ;

(৩) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রচার কার্যক্রমসমূহ শহরের পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জে অধিক বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(৪) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন IEC (Information, Education and Communication) সামগ্রীর গুণগতমান যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন ও অনুমোদন এবং ছাড়পত্র প্রদান;

(ক) সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা এ বিষয়ে একটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করবে। উপ-কমিটি IEC সামগ্রীর উপর প্রাথমিক পর্যালোচনা করে তা 'কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক IEC টেকনিক্যাল কমিটি'র নিকট প্রেরণ করবে;

(খ) IEC সামগ্রী পর্যালোচনাকালে কমিটি পূর্ব নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া অনুসরণ করবে;

(গ) কমিটির নির্দেশনায় অনুমোদিত আইইসি সামগ্রী অনলাইনে আপলোড করতে হবে;

(ঘ) কমিটি এসব সামগ্রী প্রচারের বিষয়টিও পরিবীক্ষণ করবে এবং বছর শেষে কমিটি বিভিন্ন কার্যক্রমসহ প্রচার-প্রচারণার প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা এ বিষয়ে কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে/কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫। যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আছমা-উল-হোসনা
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৭ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১১(অংশ-১).৫১**—The State Acquistion And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) 144(7) এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্তলিপি চূরান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল.নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শীট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	ধনিয়া	৪৬	৩১০৩	৫	ভোলা সদর	ভোলা
২	সামাইয়া	৬৩	১১৫৩	৪	ভোলা সদর	ভোলা
৩	সাচিয়া	৭৬	১৫৯০	২	ভোলা সদর	ভোলা
৪	চর কুমারিয়া	৮৬	১৩০১	২	ভোলা সদর	ভোলা
৫	লক্ষ্মীপুর	১১	১৩০৭	২	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৬	পক্ষিয়া	২০	৪৭৮১	৪	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৭	ফরাজগঞ্জ	২৩	৩৯২৫	৮	লালমোহন	ভোলা
৮	বানিয়ারি	২৫	৩২৬১	৩	নাজিরপুর	পিরোজপুর
৯	শাঁখারীকাটী	৪১	১৭৩৭	৩	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১০	সেখমাটীয়া	৫৪	১২৪৬	২	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১১	চুরামন	৮৩	৭১৫	৩	বরিশাল সদর	বরিশাল
১২	চরহোগলা	৭৮	২৯৭৭	৩	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
১৩	আম্বিকাপুর	৮০	১০০৪	২	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
১৪	খাগ কাটার দক্ষিণের চর	১০০	২২২৯	৩	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
১৫	জাঙ্গালিয়া	১১৫	৩১৬৩	৩	মেহেন্দীগঞ্জ	বরিশাল
১৬	বুধার	৩৯	১৮৭৯	২	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
১৭	ভাতকাটী	৪৩	১১৫৩	২	রাজাপুর	ঝালকাঠি
১৮	সুজাবাদ	২১	১৬৯৯	২	নলছিটি	ঝালকাঠি
১৯	হাড়ী খালী	৩৭	২৮২	১	নলছিটি	ঝালকাঠি
২০	কলানিধি	৯৭	১৮০	১	নলছিটি	ঝালকাঠি

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তানিয়া আফরোজ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮ বঃ/১৪ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৩.২১-৬২**—যেহেতু, আপনি জনাব নাশির আহমেদ, জেলার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার, গত ১৭.০১.২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, আপনার কর্মকালে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে দিবাগত রাত আনুমানিক ৩.৪০ মিনিটে সেলে আটক হাজতি বন্দি নং-৯৮/২০২১ আব্দুল হাই (২৭) মৃত্যুবরণ করেন। কারাবিধি ২৪৫ অনুযায়ী জেলারকে কারাগারের অভ্যন্তরে কোয়ার্টারে বসবাস করার বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও তিনি কোয়ার্টারে বসবাস করেন নি। গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখ সেলে সংঘটিত মারামারির ঘটনায় গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত বন্দি আব্দুল হাইকে জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণের সময় প্রধান ফটকে উপস্থিত হননি এবং উক্ত বন্দি চিকিৎসা তদারকির জন্য জেনারেল হাসপপাতালে যান নি। যথাসময়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন নি এবং ক্রাইম সিন ও আলামত সংরক্ষণ করেননি। গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিকালে ১১ ও ১২ নং সেল সেবকদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন। সেল সেবকদের সেলের বারান্দায় নির্ধারিত স্থানে লক-আপ করা হলে সেলের মারামারির ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। প্রধান ফটকের গুরুত্বপূর্ণ সিসি ক্যামেরাসহ ১৪টি ক্যামেরা

অকেজো থাকলেও তা' মেরামত করেননি এবং মেরামতের উদ্যোগও গ্রহণ করেন নি এবং সিসি টিভি ফুটেজে রেকর্ডিং প্রকৃত সময়ের চেয়ে ৪৫ মিনিট পিছিয়ে ছিল যা এ্যাডজাস্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনি নিয়মিত বন্দিদের ওয়ার্ড ও প্রতিদিন সেল পরিদর্শন করেন না এবং বন্দিদের অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কারা বিধির লংঘন করেছেন। ১৬টি সেলের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত, জঙ্গীসহ বিভিন্ন প্রকৃতির ৪৬ জন বন্দির উপর ০১ (এক) জন কারারক্ষিকে ডিউটি দিয়েছেন এবং অধিনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তব্য বিশেষ করে গার্ডিং স্টাফদের ডিউটি বস্টন ও প্রহরা কার্যক্রম তদারকি করতে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখ দিবাগত রাতে দ্বিতীয় পরিক্রমায় সময় উল্লেখ না থাকলেও এবং চতুর্থ পরিক্রমায় পরিক্রমকারী সেলের ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ না করলেও রাউন্ড বুকে আপনি কোনো মন্তব্য না করে স্বাক্ষর করেছেন। বন্দিদের ব্রেকিং ফাইল প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছেন। বন্দিরা ব্রেকিং ফাইল বা মাঠে দীর্ঘ সময় এক এলাকার বন্দি অন্য এলাকায় যত্রতত্র ঘোরাফেরা করত, যা কারা বিধির পরিপন্থী। এর ফলে বন্দিদের উপর গার্ডিং স্টাফ বা কারারক্ষিদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কথায় বন্দিরা কারারক্ষিদের হুমকি প্রদান করতঃ। পূর্বেও অপর দুই একটি সেলের টয়লেটের দরজার উপরের অংশ একই উপায়ে ভেঙ্গে ফেলার পরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। অধিনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর আপনার তদারকির অভাব ছিল। নিয়মিত জেলারের মিনিট বহি মেইনটেইন/লিপিবদ্ধ করেন নি। ডেপুটি জেলারদের কারা অভ্যন্তরে ডিউটি বন্টন করতঃ নিজ নিজ এলাকা তদারকি করার নির্দেশ দেন নি, যা কর্তব্যে অবহেলার শামিল। ১১নং সেলের চাবি ডিউটিরত করারক্ষির নিকট না রেখে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণএর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদচারণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় কার্যধারা নং-০৫/২০২১ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৭-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৩.২১-১৭০ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ০২-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে আত্মপক্ষ সমর্থনে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ২০-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি মামলা গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তের জন্য জনাব ফারজানা সিদ্দিকা, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৫-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয় আপনার বিরুদ্ধে আনীত (ক) গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে সেলে সংঘটিত মারামারির ঘটনায় গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত বন্দি আব্দুল হাইকে জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণের সময় প্রধান ফটকে উপস্থিত হন নি এবং উক্ত বন্দি চিকিৎসা তদারকির জন্য জেনারেল হাসপাতালে না যাওয়ার (খ) গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিকালে ১১ ও ১২নং সেল সেবকদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন। সেল সেবকদের সেলের বারান্দায় নির্ধারিত স্থানে লক-আপ করা হলে সেলের মারামারি ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো; এবং (গ) গত ০৮-০২-২০২১ খ্রিঃ দিবাগত রাতে দ্বিতীয় পরিক্রমায় সময় উল্লেখ করেন না থাকলেও এবং চতুর্থ পরিক্রমায় পরিক্রমাকারী সেলের ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ না করলেও রাউন্ড বুকে আপনি কোনো মন্তব্য না করে স্বাক্ষর করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

সেহেতু, জনাব নাশির আহমেদ, জেলার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার, কিশোরগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (খ) বিধি মোতাবেক বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০৪(চার) বছর স্থগিত করা হলো এবং ভবিষ্যতে বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২২ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৭ মার্চ ২০২২ খিস্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৪.২১-৫৫**—যেহেতু, আপনি জনাব তুষার কুমার ব্যানার্জী (পরিচিতি নং-১৩০৮০), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পঞ্চগড়। গত ২১-০১-২০২০ তারিখ হতে ২৯-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বড়গুনা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, Field Force Locator সীম সর্বদা চালু রাখার নির্দেশনা অমান্য করে গত ২৪-১১-২০২০ তারিখ কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং Field Force Locator মোবাইল সীম বন্ধ রাখেন। এমনকি আপনি গত ০২-১২-২০২০ তারিখে অফিস সহকারী জনাব বিপুল কুমার ঘোষ এর নিকট আপনার সরকারি Field Force Locator মোবইল ফোন নং-০১৪০৪০৭২৬২৫ সীম রেখে যান;

যেহেতু, আপনার স্টেশনে না থাকার কারণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, বরগুনায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিগত ০২(দুই) (অক্টোবর ও নভেম্বর/২০) মাসের বেতন গত ০৬-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত পায়নি। তাছাড়া পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা সত্তেও কর্মচারীগণ ভ্রমণ ব্যয় বিল অক্টোবর/২০১৯ মাস হতে ০৬-১২-২০২০ পর্যন্ত এবং অপরাধ দমন কাজে ব্যবহৃত গাড়ীভাড়ার বিল মে/২০২০ মাস হতে ০৬-১২-২০২০ পর্যন্ত সময়ের বিল পরিশোধ করেননি;

যেহেতু, গত ৩০-০৯-২০২০ তারিখ বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ফিল্ড ফোর্স লোকেটর যাচাইকালে বড়গুনা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকের লোকেশন বরিশাল দেখতে পান। পরবর্তীতে অতিরিক্ত পরিচালক উক্ত ফোন নম্বরে ফোন করলে জানতে পারেন আপনার জন্য নির্ধারিত কর্পোরেট মোবাইল ফোন নম্বরটি বরগুনা জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ওয়্যারলেস অপারেটর জনাব মোঃ মহিউদ্দিনের নিকট। সহকারী পরিচালকের নামীয় সরকারি কর্পোরেট মোবাইল ফোন নম্বরটি ওয়্যারলেস অপারেটরের নিকট কেন জানতে চাইলে ওয়্যারলেস অপারেটর জানান যে, উক্ত সীম তার নিকট রেখে দিয়েছেন। ওয়্যারলেস অপারেটর জনাব মহি

উদ্দিন ঐ ফোন নম্বরটি আর নিজের নিকট রাখবেন না বলে অতিরিক্ত পরিচালক, বরিশাল এর নিকট ক্ষমা চান। তাছাড়া সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের ০১-০৯-২০২০ হতে ০২-০৯-২০২০ এবং ১১-০৯-২০২০ হতে ১৭-০৯-২০২০ পর্যন্ত ফিল্ডফোর্স লোকেটরে আপনার লোকেশন ঢাকার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যাতীত ঢাকায় অবস্থান করছেন;

যেহেতু, এহেন আচরণএর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং-১৫/২০২১ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ২৩-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ১৮৯ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ১৮-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ২৪-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব তুষার কুমার ব্যানার্জী (পরিচিতি নং-১৩০৮০), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, পঞ্চগড় (প্রাক্তন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরগনা) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৯ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৫.২০-৫৬**—যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ বাহারুল ইসলাম, সাবেক জেলার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, (বর্তমানে রামগাটি জেলা কারাগারে কর্মরত) আপনি গত ০৯-০১-২০২০ তারিখ হতে ১০-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, আপনি কারাগারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আপনার অধস্তনসহ কারাগরের সকল গরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকার বিধান থাকলেও আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, আপনি মই এর মত একটি নিষিদ্ধ সামগ্রী কারাভ্যন্তরে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় কয়েদি নং-৭৯৩৪/এ আবু বক্কর ছিদ্দিক কারাগার হতে মই বেয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়;

যেহেতু, আপনি ০১-০৮-২০২০ তারিখ মিনিট প্রদান করে অধস্তনদের বন্দি পলায়ন রোধে ব্যবস্থা নিতে বললেও তারা যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রতিপালন করেননি, যা জেলার হিসেবে অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে আপনার ব্যর্থতা প্রমাণ করে;

যেহেতু, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ৪৮টি সিসি ক্যামেরা থাকলেও ঘটনার দিন ২৭টি ক্যামেরা অচল ছিল, যা সচল রাখার পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করেননি এবং সিসি ক্যামেরা মনিটরিং এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি;

যেহেতু, উক্ত কয়েদি নং-৭৯৩৪/এ আবু বক্কর ছিদ্দিক ১৫-০৫-২০১৫ তারিখ নিখোঁজ হবার নজির থাকা, অন্তর্মুখী স্বভাবের কারণে অন্যান্য বন্দিদের থেকে আলাদা থাকার প্রবনতা থাকা এবং যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত হওয়া সত্তেও কখনো কয়েদি পোশাক পরতেন না এবং এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতেন, যা বন্ধ করতে কোন পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করেননি;

যেহেতু, ডেপুটি জেলারকে লিখিতভাবে ছুটি/বিশ্রাম প্রদানের বিধান থাকলেও আপনি দুর্ঘটনা এলাকার ডেপুটি জেলারকে মৌখিকভাবে বাসায় অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন;

যেহেতু আপনার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' বিধায় বিভাগীয় কার্যধারা ১২/২০২০ রুজু করা হয় এবং ০৪-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৫.২০-১৪৯ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রেরণ করা হয়। আপনি জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ১৬-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখে শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোসজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) এর বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব নাসরিন জাহান, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জনাব সেখ ফরিদ আহমেদ, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড গত ৩০-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিদেন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, গত ২৩-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় গুরদণ্ড আরোপের পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল রেখে একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি মোতাবেক তাকে সরকারি 'চাকরী হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলঅদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়কে গত ০৭-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১৫.২০-২০৩ সংখ্যক স্মারকে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোহাম্মদ বাহারুল ইসলাম, সাবেক জেলার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে কর্মরত)-কে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' এর বিষয়ে গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের পরামর্শ প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ বাহারুল ইসলাম, সাবেক জেলার, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, (বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারে কর্মরত)-কে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' করা হলো।

এ আদেশ অভিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৪ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৩.২২-৬১**—যেহেতু, ২৮-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০১৩.২২-১৬৮ সংখ্যক স্মারকমূলে কারা অধিদপ্তর এ বিভাগ'কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, সিলেট বিভাগের সাময়িক বরখাস্তকৃত সাবেক কারা উপমহাপরিদর্শক জনাব পার্থ গোপাল বণিককে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত-৪ ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-০৩/২০২১ এর ০৯-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখের আদেশে The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় ০৩(তিন) বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড, দুর্নীতি দমন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় ০৫(পাঁচ) বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হজার) টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ০৩(তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

সেহেতু, উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা(৪২)(১) অনুযায়ী জনাব পার্থ গোপাল বণিক সাবেক কারা উপমহাপরিদর্শক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সিলেট বিভাগকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

০২। এ বরখাস্ত আদেশ ০৯ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮/১৪ মার্চ ২০২২

বিষয়: **ভারতের নতুন দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা শাখায় কর্মরত জেসিও (করণিক)-এর স্ত্রী'র মৃত্যুজনিত কারণে নতুন স্ত্রী'র নাম পরিবারের সদস্যদের নামের সাথে অন্তর্ভুক্তকরণ।**

সূত্র: ডিজিএফআই-এর পত্র নম্বর-২৩.০১.৯০১.৮০০.০৫.০৯.০২.১০.০১.২২, তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২২।

নং **২৩.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৯৯.২১-৯৬**—উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে ভারতের নতুন দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা শাখায় জেসিও (করণিক) হিসেবে কর্মরত বিজেও-৬৬৬০০ ওয়ারেন্ট অফিসার (করণিক) মোঃ নাজমুল ইসলাম, বীর-এর প্রথম স্ত্রী-মিসেস রোজিনা ইসলাম (শিল্পি) মৃত্যুবরণ করায় তাঁর নাম সরকারি আদেশ হতে বাতিলপূর্বক নতুন স্ত্রী সুমী খানম (পিতা-সৈয়দ লিয়াকত আলী, মাতা-আজুয়ারা বেগম, গ্রাম-গোপালপুর, ডাকঘর-গোপালপুর-৭৮৭০, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ১৯৯১২৯১০৩৪২০০০১৪৬) এর নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিজেও-৬৬৬০০ ওয়ারেন্ট অফিসার (করণিক) মোঃ নাজমুল ইসলাম, বীর-এর নতুন স্ত্রী-সুমী খানম সকল সরকারি সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

মোঃ সাবেত আলী
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা
প্রজ্ঞপনসমূহ

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮/১৪ মার্চ ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-২৮৬**—ফেনী জেলার সদর থানার মামল নং-৩৫/৫৯৭, তারিখ: ১৮-১০-২০২১ খ্রিঃ মামলাটির কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-২৮৫**—ফেনী জেলার সদর থানার মামল নং-৩২, তারিখ: ১৭-১০-২০২১ খ্রিঃ মামলাটির কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
ডিসিপ্লিন এন্ড প্রিভিলেজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১.০০.০০০০.৮০৭.২৭.০১০.২০১৭-৬৯**—যেহেতু, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কমিটি শাখা-৪ এ কর্মরত সহকারী সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, জনাব লিটন ঘোষ, পিতা-মৃত লিখিল গোষ, গ্রাম-পাকুটিয়া, ডাকঘর-ডি-পাকুটিয়া, থানা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল-এর স্ত্রী বেগম সীমা রানী ও শ্যালিকা বেগত চন্দনা রানী- কে সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জনাব লিটন ঘোষ ও তার বন্ধু জনাব মোঃ রাজু মিয়ার নিকট হতে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। উল্লিখিত অভিযোগ আনয়নপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৫ অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী দেয়া হয়;

যেহেতু, সহকারী সচিব, জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৫ এর ৪ এর ৩(ক) বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সহকারী সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান- কে "নিম্ন পদে নামাইয়া দেওয়া" দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ২০-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ১১.০০.০০০০.৮০৭.২৭.০০৩.২০২০-৩৬ নম্বর স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত সহকারী সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জনাব লিটন ঘোষ ও তার বন্ধু জনাব মোঃ রাজু মিয়ার নিকট হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেছেন, যা তিনি লিখিত জবাবে স্বীকার করেছেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাকে 'নিম্ন পদে নামাইয়া দেওয়া' দণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত/পরামর্শ চাওয়া হলে কর্ম কমিশন উক্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, সহকারী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়- কে জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৫ এর ২(চ) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর ৩(ক) বিধি মোতাবেক তাকে "নিম্ন পদে নামাইয়া দেওয়া" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশাবলি

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪২৮/১৩ এপ্রিল ২০২২

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৫.২০-১৫৬**—যেহেতু, জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর : ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন, এস, রোড, কুষ্টিয়া ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত মর্মে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগকারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম, তথ্যাদি ধারণ করে জাল জালিয়াতি করে দ্বিতীয়বার ভোটার হয়েছেন মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে মাননীয় কমিশনের নির্দেশনানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির এনআইডি জালিয়াতি এবং দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার বিষয়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত প্রশাসনিক তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর মতামত ও সুপারিশ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এরূপ জালিয়াতির সাথে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথা মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিসমূহের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত আছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ এবং অভিযুক্ত ভোটারদের পূর্বে ভোটার হওয়া সত্ত্বেও অন্যের তথ্য ধারণ করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈত ভোটার হিসাবে AFIS ম্যাচিং এ ধরা না পড়ার কারণসমূহ অনুসন্ধানসহ ভবিষ্যতে কেউ উক্তরূপ জালিয়াতি যেন না করতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রাক্তনঃ সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব এম.এম.এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর ঃ ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন,এস রোড, কুষ্টিয়া ও তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জালিয়াতির মাধ্যমে ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী "তিনি রিভাইজিং অথরিটির দায়িত্বে থাকাকালীন মাকছুদা খাতুন- এর ভোটার ফরম (ফরম-২) এর সঙ্গে-সংযুক্ত দলিলাদি যাচাই-বাছাই ছাড়াই ৭৯ বছর বয়স্ক একজন নারীকে এনআইডি জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রদান করেন। এছাড়া, অন্য এক ব্যক্তিকে একই তারিখে অর্থাৎ ২২-০১-২০১৮ তারিখে আবদুল ওয়াদুদ নামে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রদানের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২১-এ তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও The Penal Code, 1860 অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া- কে গত ২৬-০১-২০২১ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করায় উক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ০৪-০৩-২০২১ তারিখে কুষ্টিয়া মডেল থানা, কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-০৮;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করায় তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং-৯৬৬৮/২০২১ এর আদেশে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২১ এর বিষয়টি আদেশ প্রাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন;

যেহেতু, মাননীয় হাইকোর্টের আদেশ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দাখিলকৃত জবাবে প্রার্থিত ব্যক্তিগত শুনানির প্রেক্ষিতে গত ০৮-০২-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর মৌখিত বক্তব্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের আগস্টের দিকে তাঁকে জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া হিসেবে পদায়ন করা হয়।

এর আগে তাঁর মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। ২০১৬-২০১৭ সালে ভোটার তালিকার কাজ না হওয়ায় ২০১৮ সালে ৩ বছরের জন্য একসাথে ভোটার তালিকার কাজ হয়। তিনি প্রথমবার রিভাইজিং অথরিটি হিসেবে ০৪ টি উপজেলার কাজ করেন। উক্ত কাজটি ০৫ দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা ছিল। নতুন ভোটার তালিকা করে উপজেলা নির্বাচন অফিসাররা। ২২-০১-২০১৮ তারিখের সদর উপজেলার শুনানি ছিল। আবেদনকারী ছিল ৬২ জন। সদর উপজেলার নির্বাচন অফিসার রেজিস্ট্রেশন অফিসার হওয়াতে তিনিও শুনানির সময় কাগজপত্র উপস্থাপনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। আবেদনকারীদের শুনানি নেন। তাছাড়া, সার্ভার থেকে OTP উপজেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট যায়। ম্যাচিং মেইন সার্ভারে ছিল। তৎসময়ে অফিসে Net ছিল না। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তিনি জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া ও রিভাইজিং অথরিটি থাকাকালীন তাঁর অনুমোদনক্রমে প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের (এনআইডি-১৯২৫৫০২৭৯০২১০৫২৭৫) নাম ঠিকানাসহ যাবতীয় তথ্য ব্যবহারকারী জনৈক ব্যক্তি ২০১৮ সালে মকছুদা খাতুন (এনআডি-১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩) নামে ভোটার হন। তিনি প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী ব্যক্তির ২নং ফরমে সনাক্তকারীর স্বাক্ষর ও এনআইডি নম্বর না থাকা সত্ত্বেও ভোটার নিবন্ধনের অনুমোদন দিয়েছেন। প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী ব্যক্তির যাচাইকারী হিসেবে মোঃ সফর উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পাটিকাবাড়ী এর স্বাক্ষর, সীল ও এনআইডি নম্বর (৫০১৭৯৭৫০০০০৩৩) রয়েছে। কিন্তু কোনো তারিখ নেই। ৬নং ফরমটি পরীক্ষাকালে দেখা যায় রিভাইজিং অথরিটি ২২-০১-২০১৮ তারিখে স্বাক্ষর করে গৃহীত করেছেন। মকছুদা খাতুনকে ১৮-০১-২০১৮ তারিখে নোটিশ প্রদান করা হয়। নোটিশে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে যিনি স্বাক্ষর করেছেন তিনি রিভাইজিং অফিসার বা রেজিস্ট্রেশন অফিসার নন। প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী ব্যক্তির নিবন্ধন ফরমে যাচাইকারী হিসেবে চেয়ারম্যানের এনআইডি নম্বর ব্যাবহার করা হলেও তা চেয়ারম্যানের নয়। তা সত্ত্বেও তিনি যাচাই-বাছাই ছাড়াই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন দিয়েছেন।

যেহেতু, তিনি ৭৯ বছর বয়স্ক একজন মহিলা কি কারণে দীর্ঘদিন ভোটার হনটি তা পরীক্ষা করেননি। প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত, দাখিলকৃত জন্ম নিবন্ধন, বিদ্যুৎ বিল এবং চেয়ারম্যানের নাগরিক সনদ যে জাল তা পরীক্ষা করেননি। তিনি রিভাইজিং অথরিটি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন কোনো কাগজপত্র যাচাই বাছাই না করে অবৈধ ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত মোকসুদা খাতুনের তথ্য ধারণকারী ৭৯ বছরের একজন মহিলাকে ভোটার তালিকায় নিবন্ধনের অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি ২২-০১-২০১৮ তারিখে রিভাইজিং অথরিটি হিসাবে জালিয়াতির মাধ্যমে মকছুদা খাতুন (NID-১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩) এবং আব্দুল ওয়াদুদ (NID-১৫০৮১৩৫৪৯৬)-কে ভোটার করেছেন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ায় এনআইডি প্রস্তুতে AFIS ম্যাচিং-এ ধরা না পড়ার কারণ AFIS ম্যাচফাউন্ড হওয়ার পরবর্তী কার্যক্রম, Manually lock, Delete, Database Management এবং Data Upload (সিডি/সরাসরি সার্ভার), Data Approval সংক্রান্ত কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি শাখাসহ তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তদন্তের নিমিত্ত গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ডাটাবেইজ এর লগ এর তথ্য অনুযায়ী (১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩, ১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩, ১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪ ও ১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) ০৬টি ভোটারের তথ্য উপজেলা নির্বাচন অফিসের user ID দিয়ে upload করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এনআইডি ৬টি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনাব আতিকুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার Lock করেন এবং জনাব আরাফাত সোহেল (user : arafatsohel) Delete করেন। এছাড়া ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন;

যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি রিভাইজিং অথরিটির দায়িত্বে থাকাকালীন মকছুদা খাতুন এর ভোটার ফরম (ফরম-২) এর সঙ্গে সংযুক্ত দলিলাদি যাচাই বাছাই-ছাড়াই ৭৯ বছর বয়স্ক একজন নারীকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রদান করায় তিনি এনআইডি জালিয়াতির সাথে জড়িত। এছাড়া অন্য এক ব্যক্তিকে একই তারিখে অর্থাৎ ২২-০১-২০১৮ তারিখে জালিয়াতির মাধ্যমে আব্দুল ওয়াদুদ নামে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রদান করেন। তবে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে তৎসময়ে নেট সংযোগ না থাকায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, দ্বৈত ভোটার সনাক্তের নিমিত্ত AFIS machine মাঠ পর্যায়ে ছিল না। এছাড়াও, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন। অর্থাৎ তিনি মকছুদা খাতুন নামে ৭৯ বছর বয়স্ক একজন মহিলা কি কারণে দীর্ঘ দিন ভোটার হননি তার ব্যাখা লিপিবদ্ধ করেননি। উক্ত ভোটারের জন্ম সনদ, নাগরিক সনদ, বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই-বাছাই না করে রিভাইজিং অথরিটি হিসাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ প্রদান করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর শামিল;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক সংঘটিত উক্তরূপ কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলার পরিপন্থি;

যেহেতু তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানী, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি "অসদাচরণ" এর দোষে দোষী;

সেহেতু, জনাব মোঃ নওয়াবুল ইসলাম, উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রাক্তনঃ সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ঘ) অনুযায়ী—

(ক) তাঁর বেতন আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ৪৩,০০০/-(তেতাল্লিশ হাজার) টাকায় অবনমিতকরণ করা হল।

(খ) বিএস আর পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৮.২০-১৫৯**—যেহেতু, জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর : ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন,এস রোড, কুষ্টিয়া ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারীর নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত মর্মে অভিযোগ করেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগকারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম, তথ্যাদি ধারণ করে জাল জালিয়াতি করে দ্বিতীয়বার ভোটার হয়েছেন মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে মাননীয় কমিশনের নির্দেশনানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির এনআইডি জালিয়াতি এবং দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার বিষয়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত প্রশাসনিক তদন্তের জন্য জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কর্তৃক প্রতিবেদনও দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর মতামত ও সুপারিশ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এরূপ জালিয়াতির সাথে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথা মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিসসমূহের কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত আছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্তকরণ এবং অভিযুক্ত ভোটারদের পূর্বে ভোটার হওয়া সত্ত্বেও অন্যের তথ্য ধারণ করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বৈত ভোটার হিসাবে AFIS ম্যাচিং এ ধরা না পড়ার কারণসমূহ অনুসন্ধানসহ ভবিষ্যতে কেউ উক্তরূপ জালিয়াতি যেন না করতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদানের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর তত্ত্বাবধানে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন : উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে জনৈক জনাব এম.এম. এ ওয়াদুদ (এনআইডি নম্বর : ৮২০২১৪২১৫৭), পিতা: মৃত আবদুল হাকিম, সাং-১১০, এন এস রোড, কুষ্টিয়া এর ও তার পরিবারের সদস্যগণের নাম তথ্যাদি ধারণ করে জালিয়াতির মাধ্যমে ০৬ (ছয়) জন ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের অভিযোগের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী "সেলিনা খাতুন (NID-১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪) এবং শামীমা খাতুন (NID-১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) এই দুইজন ব্যক্তি উপজেলা নির্বাচন অফিস, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয়বার ভোটার হন। ভোটার হওয়ার সময় তার যে সকল দলিলাদি দাখিল করেছিলেন সেগুলোর সবগুলোই জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই দুইজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় তিনিও জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২১-এ তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০, ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও The Penal Code, 1860 অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া-কে গত ২৬-০১-২০২১ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করায় উক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ০৪-০৩-২০২১ তারিখে কুষ্টিয়া মডেল থানা, কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-০৮;

যেহেতু, মাননীয় হাইকোর্টের আদেশ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দাখিলকৃত জবাবে প্রার্থিত ব্যক্তির শুনানির প্রেক্ষিতে গত ০৮-০২-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর মূল পোস্টিং ছিল ভেড়ামারায়। দুই মাসের জন্য তিনি সদর উপজেলায় অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। যখন ভেড়ামারায় ভোটারদের রিভাইজিং কাজ চলছিল তখন তিনি Head Office এ ছিলেন। চেক করার কোনো Option ছিল না। Net ছিল না। জন্ম নিবন্ধন নেটে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ছিল না। তিনি জুনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।

যেহেতু, আন্জেরা বেগম ও পিন্জিরা খাতুন যথাক্রমে সেলিনা কবীর ও মোসাম্মত শামীমা খাতুনের নাম ঠিকানাসহ যাবতীয় তথ্য ধারণ করে ভোটার হওয়ার পর ২নং ফরম পূরণ করেন, সে দু'টি ফরমের ৪১নং ক্রমিকে যাচাইকারী হিসেবে মোঃ সফর উদ্দিন, চেয়ারম্যান, পাটিকাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া (যার NID-১৯৭২৫০১৭৯৭৫০০০১২৮)। ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র দু'টিতে স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের। জন্ম সনদ দুটি চেয়ারম্যান ও সচিবের স্বাক্ষরিত হলেও অনলাইনে নেই। বিদ্যুৎ বিলের কপি জাল। উপরোক্ত ২নং ফরমের ৪৬নং ক্রমিকে রেজিস্ট্রেশন অফিসার (উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা) তারিখ বিহীন স্বাক্ষর করেন। তদন্তে উপজেলা নির্বাচন অফিসার জনাব অমিত কুমার দাশ ফরম যাচাই করে স্বাক্ষর করেছেন তা প্রমাণিত হয়নি। কেননা তিনি জন্ম সনদ ও বিদ্যুৎ বিল যাচাই করেননি। আন্জেরা ও পিন্জিরা আপন দুই বোন এবং তাদের জন্ম তারিখ যথাক্রমে ০৪-০২-১৯৬২ ও ০৪-০২-১৯৬৩। একবছর পর দুই বোনের জন্ম অবাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত নয়। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই দুইজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় জালিয়াতির সাথে জড়িত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ভোটারের তথ্য ব্যবহার করে দ্বিতীয়বার ভোটার হওয়ায় এনআইডি প্রস্তুতে AFIS ম্যাচিং-এ ধরা না পড়ার কারণ, AFIS ম্যাচফাউন্ড হওয়ার পরবর্তী কার্যক্রম, Manually lock, Delete, Database Management এবং Data Upload (সিডি/সরাসরি সার্ভার), Data Approval সংক্রান্ত কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি শাখাসহ তৎসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে তদন্তের নিমিত্ত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ডাটাবেইজ এর লগ এর তথ্য অনুযায়ী (১৯৩৯৫০১৭৯৮৮০০০০০৩, ১৯৬০৫০১৭১১৭০০০০১৩, ১৯৫৮৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৫৯৫০১৭১১৭০০০০০৪, ১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪ ও ১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) ০৬টি ভোটারের তথ্য upload করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০২টি ভোটারের তথ্য [(সেলিনা খাতুন, স্বামী-জাহাঙ্গীর কবীর, মাতা- মোকসুদা খাতুন, এনআইডি নং-১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪), (শামীমা খাতুন, স্বামী- মোঃ সামসুল ইসলাম, পিতা-মৃত আব্দুর হাকিম, মাতা-মোকসুদা খাতুন, এনআইডি নং-১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২)] জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) এর user ID (কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া) দিয়ে upload করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে এনআইডি ৬টি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জনাব আতিকুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার Lock করেন এবং জনাব আরাফাত সোহেল (user : arafatsohel) Delete করেন। এছাড়া ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন;

যেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেলিনা খাতুন (NID-১৯৬২৫০১৭৯৮৮০০০০০৪) এবং শামীমা খাতুন (NID-১৯৬৩৫০১৭৯৮৮০০০০০২) এই দুইজন ব্যক্তি উপজেলা নির্বাচন অফিস, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয়বার ভোটার হন। ভোটার হওয়ার সময় তারা যে সকল দলিলাদি দাখিল করেছিলেন সেগুলোর সবগুলোই জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই দুইজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় তিনিও জালিয়াতির সাথে জড়িত। তবে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে তৎসময়ে নেট সংযোগ না থাকায় ভোটার অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, দ্বৈত ভোটার সনাক্তের নিমিত্ত AFIS machine মাঠ পর্যায়ে ছিল না। এছাড়াও, ডাটা আপলোড হওয়ার পর BVRS সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার Technical Approval হয়, এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার সুযোগ নেই। আইডিইএ প্রকল্পের সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি এবং আইডিইএ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট করতেন। ভোটার হওয়ার সময় তারা যেসকল দলিলাদি দাখিল করেছিলেন সেগুলোর সবগুলোই জাল। কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এই দুইজন ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় বেআইনিভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় জালিয়াতির সাথে জড়িত মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) আন্জেরা বেগম ও পিন্জিরা খাতুন যথাক্রমে সেলিনা কবীর ও মোসাম্মত শামীমা খাতুনের নাম ঠিকানাসহ যাবতীয় তথ্য ধারণ করে ভোটার হওয়ার জন্য ২নং ফরমের সাথে দাখিলকৃত জন্ম সনদ ০২টি চেয়ারম্যান ও সচিবের স্বাক্ষরিত হলেও অনলাইনে নেই এবং বিদ্যুৎ বিলের কপি জাল। তাছাড়া, আন্জেরা ও পিন্জিরা আপন দুই বোন এবং তাদের জন্ম তারিখ যথাক্রমে ০৪-০২-১৯৬২ ও ০৪-০২-১৯৬৩। একবছর পর দুই বোনের জন্ম অবাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত না হওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশন অফিসার হিসাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত তাঁর user ID এর মাধ্যমে upload করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর শামিল;

যেহেতু তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত শুনানী, রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি "অসদাচরণ" এর দোষে দোষী;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক সংঘটিত উক্তরূপ কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি;

সেহেতু, জনাব অমিত কুমার দাশ, নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা ((প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, কুষ্টিয়া) এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(১)(ঘ) অনুযায়ী—

(ক) তাঁর বেতন আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপ" ২৯,০০০/-(উনত্রিশ হাজার) টাকায় অবনমিতকরণ করা হল।

(খ) বিএস আর পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) অনুযায়ী তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল এবং সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ২৩ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-২৩/২০২২-১৫৩**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মকবুল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল মতিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন-পত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২৯ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-৩০/২০২২-১৭৮**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রেজাউল করিম খান, পিতা- মৃত আব্দুল করিম খান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১৫/২০২২-১৭৭**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শাহ্ আব্দুল আজিজ, পিতা- মৃত শাহ্ জাহির আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৩১/২০২২-১৭৯**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব আলতাফুর রহমান, পিতা- আব্দুল মতালিব-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১২/২০২২-১৭৫**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল বারী, পিতা- মৃত মঙ্গল প্রামানিক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-২৯/২০২২-১৭৬**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সামসুদ্দিন, পিতা- মৃত মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ

নং **আর-৬/৭এন-১৪/২০২২-১৮২**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পিরোজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আজিজুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত

মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১৩/২০২২-১৮৩**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আল মামুন, পিতা-মৃত ফাররুক আহমেদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১৬/২০২২-১৮৪**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ খুররম জাহ্ মুরাদ, পিতা-মোঃ রিয়াজুল ইসলাম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-২১/২০২২-১৮৫**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন আহমেদ, পিতা-মোঃ সোলায়মান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-২৬/২০২২-১৮৬**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মুহাম্মদ ইকরাম উদ্দিন, পিতা- মৃত মুহাম্মদ বাহার উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০০১.১৮.২৮১**—আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত (সাময়িক বরখাস্তকৃত) কর্মকর্তা জনাব মোঃ রহমত আলী সি. আর. ৩৪২/২০১৯ (খালিশপুর) মামলা হতে খালাস পাওয়ায় এবং অভিযোগকারীপক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের না করায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে এ বিভাগের বিচার শাখা-১ এর গত ২২-০৩-২০২১ তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০০১.১৮.১২৫ নম্বর স্মারকমূলে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকরিকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি অনুযায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: গোলাম সারওয়ার
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৯/০৪ জুলাই ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.০৬.০০৭.২২-২২৯—'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮' এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সেন্ট্রাল সম্পদ বিবরণী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

	সভাপতি
০১।	অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	সদস্যবৃন্দ
০২।	অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৩।	অতিরিক্ত সচিব, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৪।	অতিরিক্ত সচিব, শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৫।	যুগ্মসচিব, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০৬।	প্রতিনিধি, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
০৭।	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
০৮।	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
০৯।	প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
১০।	প্রতিনিধি, বিআরটিএ, মিরপুর, ঢাকা (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)
১১।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
	সদস্য-সচিব
১২।	উপসচিব, শৃঙ্খলা-৪ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

০১। কমিটি 'সেন্ট্রাল সম্পদ বিবরণী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০২। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৩ শ্রাবণ ১৪২৯/১৮ জুলাই ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৬.২০-২৫৩—যেহেতু, জনাব নাজিম উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর : ১৭৪৪২), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা পৌরসভা, সাতক্ষীরা এবং প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম কর্তৃক গত ০৯-০৬-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া ৬০,৫০,০০০/- (ষাট লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যমানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছিলেন; এবং

২। যেহেতু, তাঁর এরূপ আচরণ (সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার, ১৯৭৯ এর ১৭(১) বিধির পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযোগনামায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক কেন তাঁকে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত বিধিমালা ৭(১)(খ) বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে বলা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়; এবং

৪। যেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য পর্যালোচনা করে অভিযোগটি তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(খ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪ (৩)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে কেন 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদন্ড আরোপ করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সামগ্রিক বিচারে তাঁকে দণ্ড আরোপ করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব নাজিম উদ্দিন (পরিচিতি নম্বর : ১৭৪৪২), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা পৌরসভা, সাতক্ষীরা এবং প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, কুড়িগ্রাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৪ (২) (ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪২৯/২৪ জুলাই ২০২২

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৪.২২-২৬৫**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নূর হোসেন (পরিচিতি নম্বর: ১৫৯২৯), প্রাক্তন উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত গত ২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে উপপরিচালক হিসেবে যোগদান করে, যোগদানের পর থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রায়শই অফিসে অনুপস্থিত থেকেছেন এবং গত ১৭-০১-২০২১ তারিখ থেকে ২৮-০২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর এহেন অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়; এবং

২। যেহেতু, তাঁকে উপপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন হিসাবে বদলি করা হলেও তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং বর্তমান কর্মস্থলেও উপস্থিত হননি যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ মে ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৪.২২ (বিমা)-১৪৫ নম্বর স্মারকমূলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৯ জুন ২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ এর বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দারিখলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সামগ্রিক বিচারে তাঁকে দণ্ড আরোপ করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নূর হোসেন (পরিচিতি নম্বর: ১৫৯২৯), প্রাক্তন উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।